দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 DEC 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

04
28

এইচএসসি ঃ ঢাকা বোর্ড

১০ হাজার উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষা হচ্ছে

॥ সালাম জুবায়ের ॥

এ বছর অনুষ্ঠিত ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর ১০ হাজার উত্তরপত্র (খাতা) পুনঃপরীক্ষা করা হচ্ছে। এত অধিক সংখ্যক খাতা এর আগে কোন বছর পুনঃপরীক্ষা করা হয়নি। এটি একটি রেকর্ড। ঢাকা বোর্ডের একটি বিশ্বস্ত সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। ইতোমধ্যে উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষা শুরু হয়েছে।

চলতি বছর (১৯৯৭) উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৮ই মে। পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে মোট ২ লাখ ৩২ হাজার ১১৩ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষার ফল

ঢাকা বোর্ড ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

ঢাকা বোর্ড ঃ পুনঃপরীক্ষা হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশিত হয় ১১ই সেপ্টেম্বর। পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৩৫·৭৯ ভাগ।

জানা গেছে, এবার অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেক অভিভাবক উত্তরপত্র পরীক্ষায় ভুলভ্রান্তি হয়েছে মনে করে উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষা করার জন্য আবেদন করতে আগ্রহী হন। এভাবে প্রায় ৬ হাজার পরীক্ষার্থী তাদের উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার জন্য আবেদন করে। অনেক পরীক্ষার্থী একাধিক বিষয়ের উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার আবেদন করে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার আবেদনপত্র জমা পড়ে।

জানা গেছে, এসব ক্ষেত্রে বেশির ভাগ উত্তরপত্র পরীক্ষা করে কোন ভুলত্রুটি পাওয়া যায় না।

এবছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার পর প্রায় ৫ হাজার খাতা পুনঃপরীক্ষা করা হয়। তাতে প্রায় দেড়শ' খাতায় ভুল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, গত কয়েক বছর ধরে কম্পিউটারে নম্বরশিট তৈরি করা হয়। এতে কিছু কিছু খাতায় সব প্রশ্নের জন্য দেয়া নম্বর যোগ করায় 'ভুল' ধরা পড়ছে।

তিনি জানান, পরীক্ষার ফল বের হওয়ার এক মাসের মধ্যে যেকোন পরীক্ষার্থী তার যেকোন বিষয়ে খাতা পুনঃপরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারে। তবে উত্তরপত্র যিনি প্রথম পরীক্ষা করেছেন তিনি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে নম্বর দেন তা ঠিক দিয়েছেন কিনা তা পুনঃপরীক্ষা করা হয় না। শুধু, যোগ করার সময় কোন নম্বর বাদ গেছে কিনা অথবা কোন উত্তরের জন্য নম্বর দেয়া না হয়ে থাকলে তা সংশোধন করা হয়। উত্তরপত্র কোন পরীক্ষার্থী বা তার অভিভাবককে দেখতে দেয়া হয় না।

জানা গেছে, এত বিপুল উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখা দারুণ বিপাকে পড়েছে। কারণ এজন্য তাদের বাড়তি কোন লোকবল নেই।

কর্মকর্তাটি জানান, প্রতিটি খাতা পুনঃপরীক্ষা করে তার ফলাফল কি হলো তা আবেদনকারী পরীক্ষার্থীকে চিঠি দিয়ে জানাতে হয়।